মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, (মউক) এর নিজস্ব

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫

Annual Report

July 2024 to June 2025

কর্মসূচী সমূহ

পৃষ্ঠা

- সভাপতি মহোদয়ের বাণী ও নির্বাহী প্রধানের বাণী ১
- সার সংক্ষেপ ও মূল উপাদান ২
- উন্নয়ন সহযোগীদের পরিচিতি ৩
- লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ভূমিকা, মূল্যবোধ ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ৪
- প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম ৬
- আইনগত বৈধতা ৭
- আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী ৮
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম ৯
- দলিত / আদিবাসী/ সংখ্যালঘু জনগোষ্টির সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প ১০
- চাইল্ড ও ওম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেসী প্রকল্প (সমৃদ্ধ) ১১
- প্রবীণ সুবিধা বঞ্চিত দলিত জনগোষ্ঠির বসত বাড়িতে ছাগল পালনের মাধ্যমে আর্থিক পূর্ণবাসন প্রকল্প ১২
- প্রাইমারী মউক হেলথ কেয়ার এন্ড চাইল্ড এন্ড উইমেন হেলথ নিউট্রিশন প্রজেক্ট ১২
- আইসিএস/ইকো ফ্রেন্ডলী ইম্প্রুভ কুক ওভেন ইনস্টলেশন ১৩
- ইনক্লুসিভ এডুকেশন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব দি ডিজএ্যাবিল পার্সন ১৪
- মউক টেনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (MTTI) ১৫
- ভার্নারেবল ওয়েম্যান বেনিফিট (VWB) ১৬
- বাংলাদেশে ভূমিহীন, দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভূমিস্বত্ত এবং যৌথ কৃষিচর্চা প্রকল্প ১৭
- ক্ষুদ্র ঋণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পঃ ১৮
- তৃণমূল মডেল একাডেমী ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ১৯
- মউক এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ উদযাপন ২০
- পত্রিকার পাতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ২১
- বর্তমানে চলমান কার্যক্রম সমূহ ও বাজেট ২২
- ২০২৪-২০২৫ ইং পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সদস্যদের তথ্য ২৩

সভাপতি মহোদয়ের বাণী

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর সকল শুভাকাঙ্খী, উন্নয়ন সহযোগী, স্টেকহোল্ডার, উপকারভোগী এবং সম্মানিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মউক দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ মানবাধিকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাশাপাশি, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে এবং SDG অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

মউকের এই পথচলায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডার, বিশেষ করে সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংগঠনের গতি ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং স্থানীয় চাহিদা পূরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য সাধারণ পরিষদের সদস্য ও সকল কর্মীবৃন্দের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল। এই প্রতিবেদনে যে সকল কার্যক্রম ও সাফল্য উঠে এসেছে এবং যা উঠে আসেনি, তার পেছনে যাঁদের অবদান রয়েছে, সকল উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

আগামীর পথচলায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর আরও সাফল্য, কার্যকরতা ও জনমুখী কার্যক্রমের জন্য শুভকামনা জানাই।

এস.এম. ছাইফুল ইসলাম
সভাপতি, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)

নির্বাহী প্রধানের বাণী

"মানুষের জন্য যার জন্ম, নাম তার মানব উন্নয়ন কেন্দ্র"এই স্লোগানকে ধারণ করে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর দীর্ঘ ৩০ বছরের পথচলায় আমরা আরও একটি সফল ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবছর অতিক্রম করলাম। মানুষের জীবনমান উন্নয়নে মউক তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, এবং এই অঙ্গীকারে আমরা আজও অবিচল।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য আমাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। উক্ত অর্থবছরটি আমাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ এবং অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল। পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও স্থানীয় পরিস্থিতি, বিশেষত দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে প্রতিষ্ঠানে স্মরণকালে সর্বপেক্ষা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। এই সময়ে, আমরা কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও সফল কর্মসূচি পরিচালনা করেছি। আমাদের এই কার্যক্রমগুলো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

এই সফলতার পেছনে রয়েছে আমাদের সকল অংশীজন, দাতা সংস্থা এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের অকৃত্রিম সমর্থন ও কঠোর পরিশ্রম। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই অর্জন সম্ভব ছিল না। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি উন্নত, ন্যায়ভিত্তিক এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা সম্ভব। মউক আগামীতেও এই মহান লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মউক আপনাদের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার প্রত্যাশী।

আশাদুজ্জামান সেলিম
নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা,
মউক, মেহেরপুর।

নিবাহী সার-সংক্ষেপঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্লোগান নিয়ে– **"মানব উন্নয়ন কেন্দ্র নিপীড়িত, অসহায় ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত।"** প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি সরকারকে সহায়ক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষায় এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে। গত ৩০ বছরের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মউক ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংগঠনের ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫টি উন্নয়ন খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বর্তমানে মউক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২০ লক্ষাধিক মানুষের জীবনে কাজ করছে। এই সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে–

১) সুশাসন, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা,
২) শান্তি ও সহনশীলতা,
৩) নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার,
৪) শিক্ষা কর্মসূচি,
৫) কৃষি উন্নয়ন ও আয়ের কার্যক্রম,
৬)

মউক মানবিক সমস্যাবলী ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এর কার্যকর কৌশল স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধ ও মতভেদ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মউক বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যার সমাধানে কার্যকর অবদান রাখছে, যেখানে ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

এমইউক সামাজিক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করছে। বিশেষত সৎ নেতৃত্ব, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও যুবসমাজ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, সুশাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, এবং সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও কার্যকর ও সহায়ক রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

জনপ্রিয় আইনগত সহায়তা ও সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বিরোধপূর্ণ বিবাদ নিরসন সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ঐক্য ও সহাবস্থান গড়ে তুলতে মউকের কর্মসূচি বিশেষ অবদান রাখছে।

এছাড়া, মউকের রয়েছে সামাজিক ফোরামসহ একটি মূলধারার জেন্ডার ফোরাম, যা নারীর অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সংগঠনের অভ্যন্তরে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেল সক্রিয় রয়েছে, যা নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সংগঠন ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করছে।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের মূল উপাদান

সুশাসন

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

শান্তি ও সহনশীলতা

শান্তি, সহমর্মিতা এবং সহনশীলতা প্রচার

অধিকার

নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি

কৃষি উন্নয়ন

কৃষি উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধি

পরিবেশ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

পরিবেশগত এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরী।

উন্নয়ন সহযোগী:

আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার অব্যাহত সহায়তা পেয়ে আসছি, যা আমাদের ধারাবাহিক উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক করে আসছেন।

আমাদের লক্ষ্য

মউক এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মানে পরিকল্পনা করেছে, যেখানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মানবাধিকার, ন্যায় বিচার সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত পাবে।

মউক এর উদ্দেশ্য ঃ

১. জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ।
২. স্থানীয় সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির জন্য স্থিতিশীল কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা।
৩. শিশু, যুবক, নারীদের বিভিন্নভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রান্তিক মানুষের মানবাধিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ।
৪. তৃণমূল মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শিল্প, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণদান এ সহায়তার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
৫. জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক/মানুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় এর প্রভাব মোকাবেলা করতে এবং প্রাকৃতিক জৈব-বৈচিত্র সংরক্ষণে দক্ষতা ও মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

মউক এর মূল্যবোধঃ

মউক নিম্নলিখিত মূল্যবোধগুলো সংস্থার এর মধ্যে অনুশীলন করা এবং তা কমিউনিটি প্রচার করার চেষ্টা করা হয়।

১. মৌলিক মানবাধিকারের জন্য স্বীকৃতি এবং সম্মান প্রদান করা।
২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, এবং শ্রেনী নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য সমান শ্রদ্ধা ও মূল্যায়ন করা।
৩. সকল স্তরের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মূল্যবোধ প্রচার ও অনুশীলন করা।
৪. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা।
৫. নারী-পুরুষ উভয় সমান, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল সুসম্পর্ক কে তুলে ধরা।
৬. শিশু, প্রবীণ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া।
৭. প্রকৃতি এবং জৈব-বৈচিত্রের উন্নয়ন সহ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করা।

সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাঃ

মউক সাধারণ-পরিষদ সদস্য ২১ জন ও নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ০৭ জন। নির্বাহী কমিটির সভা প্রতি দুই মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয়। এবং সাধারন পরিষদ এর সভা প্রতি বৎসরে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধানের নেতৃত্বে প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের ম্যাধ্যমে প্রতি মাসে ২টি করে সমন্বয় সভা করে, কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ

মউকের সর্বশেষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ২০২০-২০২৫ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, প্রতিশ্রুতি এবং পেশাদারিত্ব লোকবল তৈরী করা। অত্র সংস্থায় বর্তমানে ২৭৫ জন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে (যার প্রায় ৬০% নারী)। এছাড়াও ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কর্মএলাকায় সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করেছেন ।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

মউক দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তহবিল পরিচালনা করছে এবং সময়ের সাথে সাথে প্রকল্পের তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রতিটি প্রকল্প এবং বিভাগের জন্য পৃথক এ্যাকাউন্ট সহ সকল প্রকল্প সমূহ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার করার জন্য মউক বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকের ১৭ টি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করছে। মউক আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে।

অডিট সিস্টেম এবং প্রতিবেদন ঃ

মউক এর দুটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অডিটিং সিস্টেম রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা সরাসরি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার এর নিকট ১মাস পরপর প্রতিবেদন পেশ করেন। অডিটর বৃন্দ মাঠ পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এবং বাহ্যিক নিরীক্ষা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এর নেতৃত্বে এবং নির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হয়। দেশের খ্যাতনামা অডিটফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত মউক সম্পর্কিত তথ্য জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থায় এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন ও স্বীকৃত রয়েছে। এভাবে স্বীকৃত অডিটফার্ম দ্বারা প্রতিবছর অডিট কাজ সুসম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

Organogram of MUK - 2024

মউক একটি সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা রয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানের এর চেইন অব কমান্ডকে সুসংগতি করেছে। প্রণীত অর্গানোগ্রামে উল্লম্ব ও আনুভূমিক উভয় পর্যায়ে সম্পর্ক ও জবাবদিহিতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

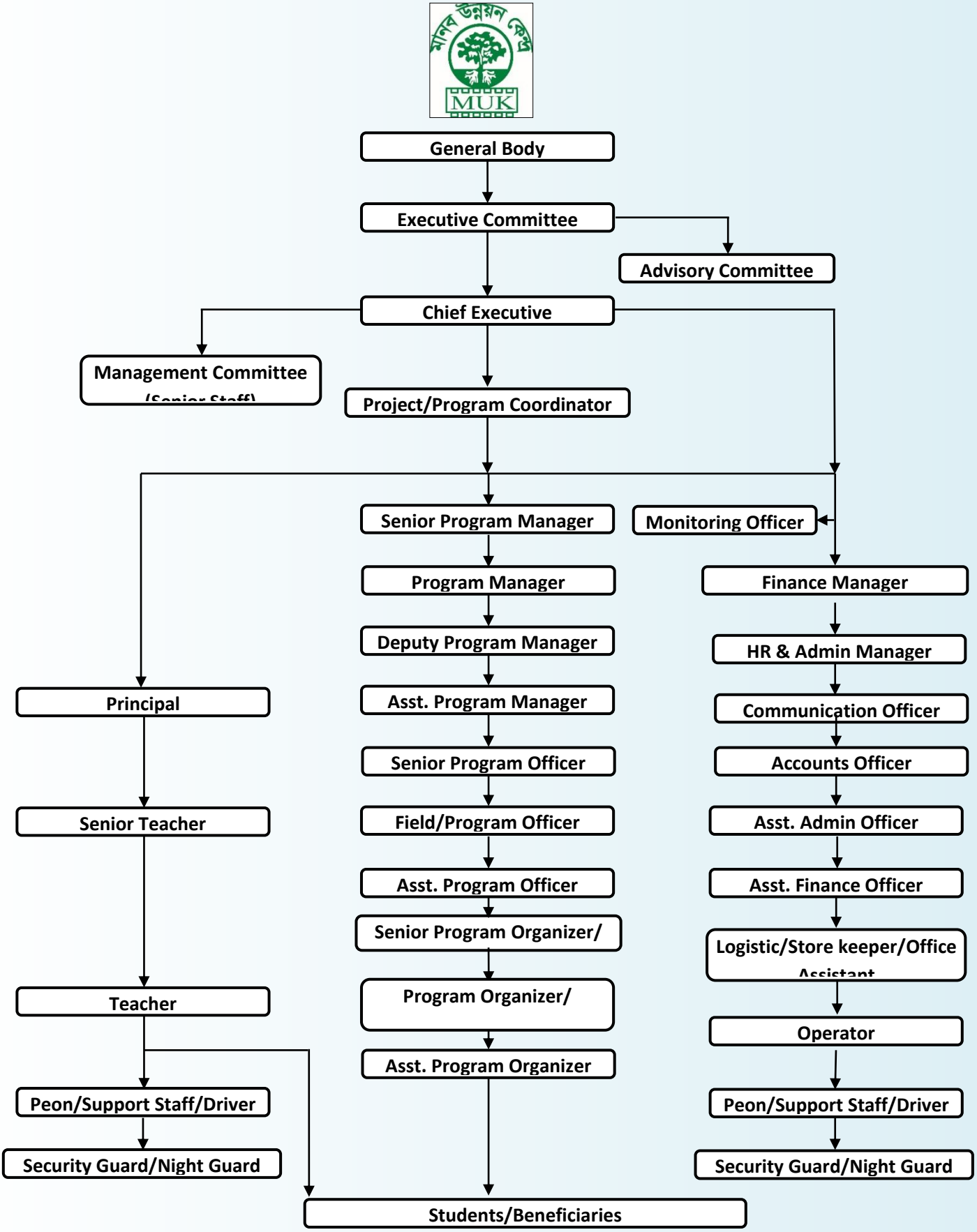

আইনগত বৈধতা

Legal Stats of MUK

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তাবায়নে সরকারের ও নিম্ন উল্লেখিত নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

- **সমাজসেবা অধিদপ্তর** – রেজি. নং: **Kus/223** – তারিখ: **২৭.০৮.১৯৯৭**
- **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর** – রেজি. নং: **JUBO/Meher/12** – তারিখ: **২৮.০১.১৯৯৯**
- **এনজিও বিষয়ক ব্যুরো** – রেজি. নং: **FDR/1985** – তারিখ: **২৫.১১.২০০৪**, সর্বশেষ নবায়ন: **২৫.১১.২০১৯**
- **মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি** – রেজি. নং: **04615-00668-00686** – তারিখ: **১১.০২.২০১৩**
- **বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা** – ইনস্টিটিউট কোড: **28046** – তারিখ: **০১.০২.২০২৩**
- **PADOR (ইউরোপীয় ইউনিয়ন)** – রেজি. নং: **BD-2012-AUR-606942937** – **২০১২ হতে চলমান**
- **D-U-N-S (যুক্তরাষ্ট্র)** – রেজি. নং: **731571258** – **২০১৭ হতে চলমান**
- **কর/টিআইএন নিবন্ধন** – রেজি. নং: **474025953113** – **২০১৬ হতে চলমান**

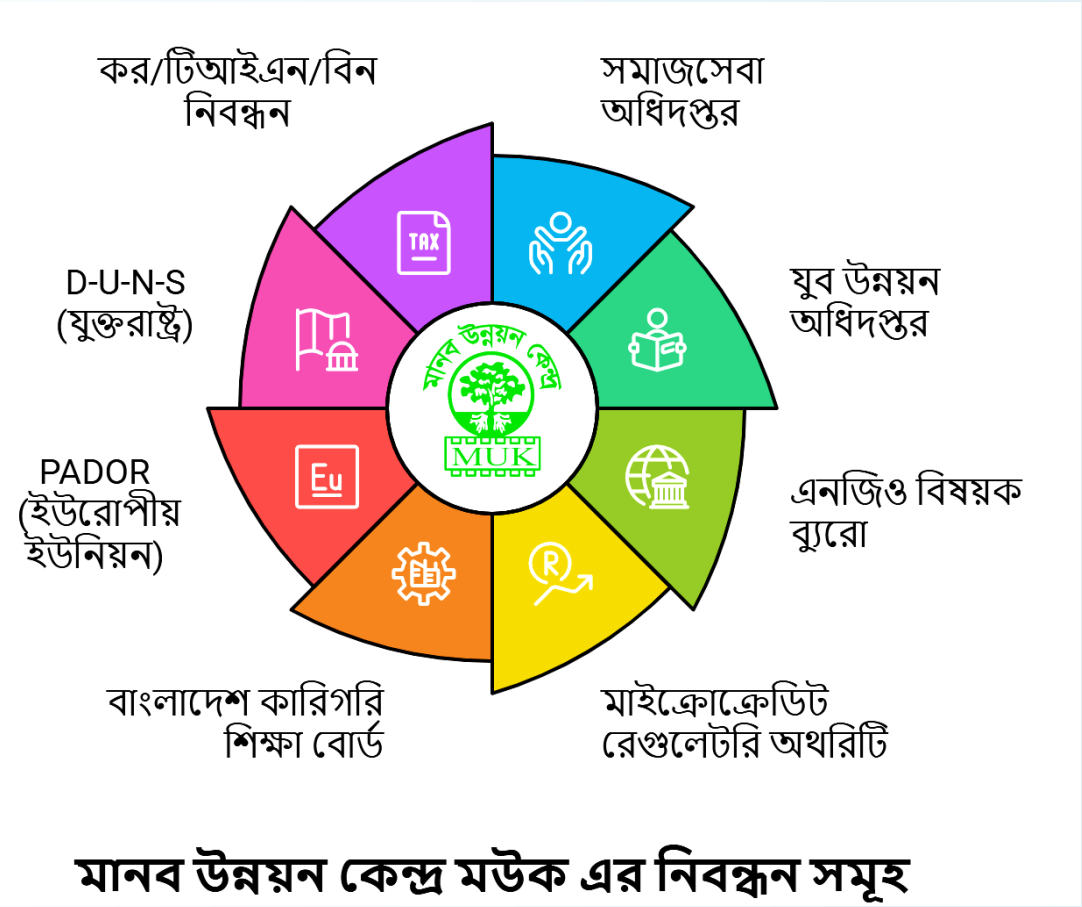

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর নিবন্ধন সমূহ

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে চলমান কর্মসূচী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী

❖ আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচী (OOSC) ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (PEDP4) সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫, আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (Out of School Children) কর্মসূচি মেহেরপুর জেলায় সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল ০৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত শিশুদের জন্য এটি ছিল এক আশার আলো। এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) মেহেরপুর জেলাব্যাপী একটি আইএসএ (Implementing Support Agency) প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৭০টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১৩০২ জন ছেলে ও ৮১৫ জন মেয়ে সহ মোট ২১১৭ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত শিখন কেন্দ্রে লেখাপড়া করেছে। এছাড়াও, মুজিবনগর উপজেলায় ৬০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯৩০ জন বালক ও ৭০৩ জন বালিকা সহ সর্বমোট ১৬৩৩ জন শিশু লেখাপড়া করেছে। গাংনী উপজেলায় ৮০টি কেন্দ্রে ২,৪০০ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করেছে। এই ব্যাপক কার্যক্রমের মাধ্যমে জেলাব্যাপী মোট ৬১৫০ জন ০৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, যা তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতের পথ খুলে দিয়েছে।

উক্ত প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, ঝরে পড়ার হার কমাতে সাহায্য করেছে এবং তাদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। এই উদ্যোগটি মেহেরপুর জেলার শিক্ষাব্যবস্থায় এক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

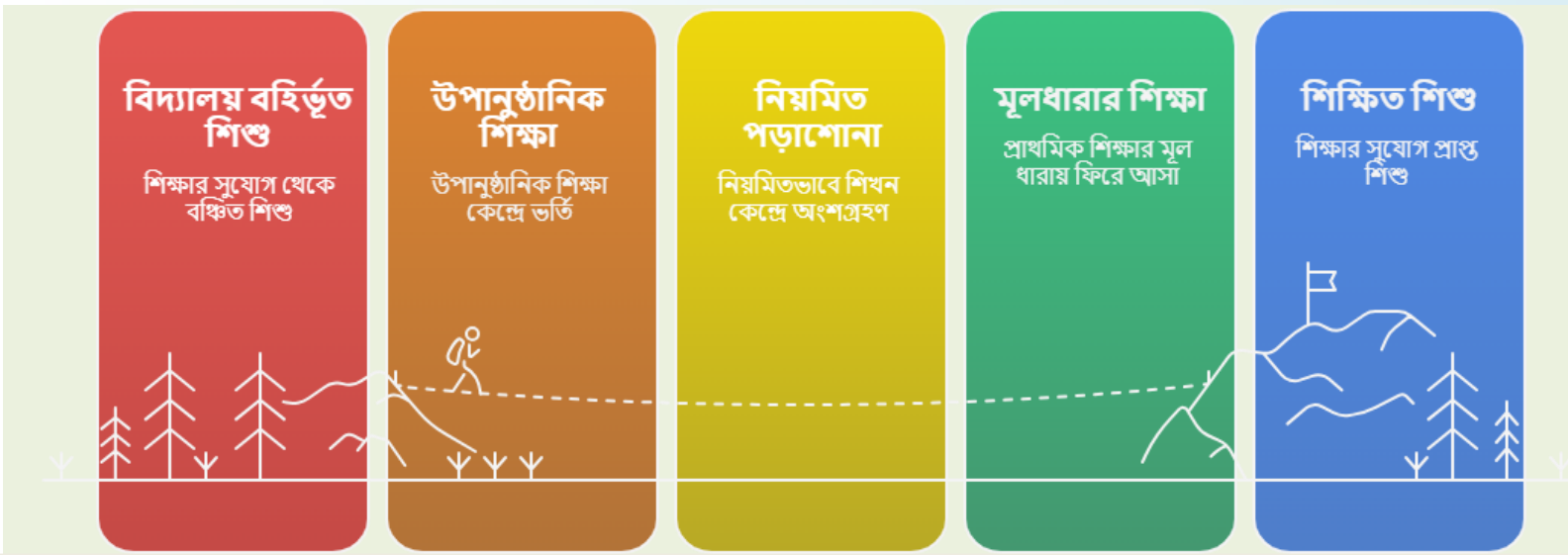

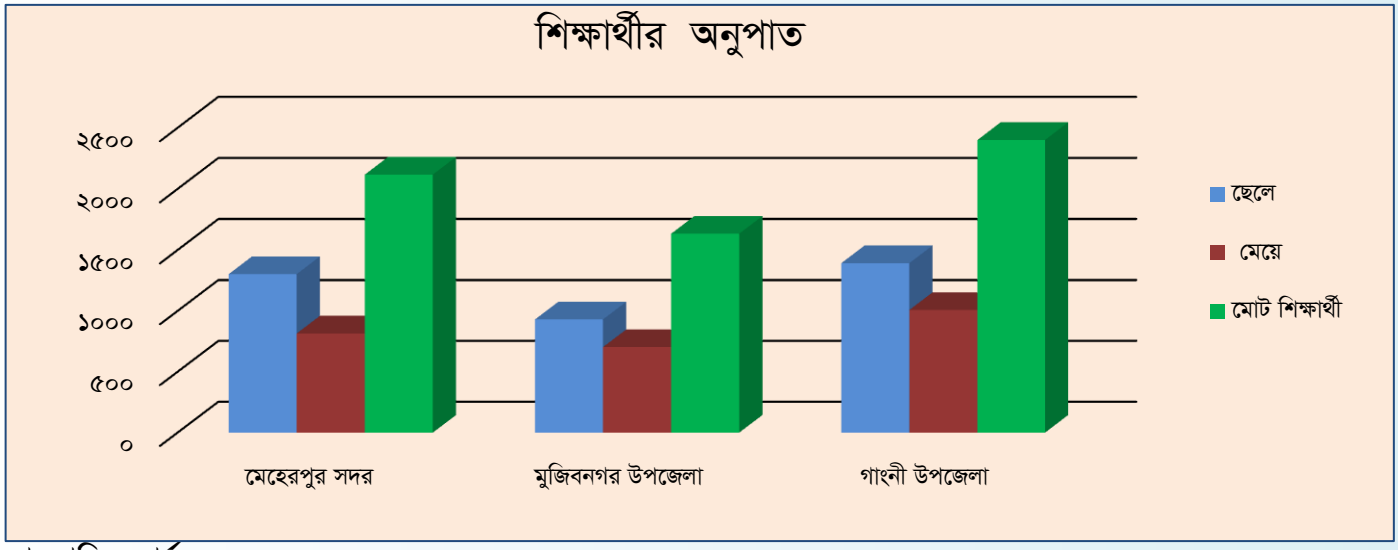

বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ ঃ

১। ৩টি উপজেলায় ২১০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫১৫০জন শিক্ষার্থীর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ও ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া সুষ্ঠ সম্পন্ন করেছে এবং সকল শিক্ষার্থীদের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয়ে মূলধারায় ভর্তি করা হয়েছে ।

২। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিমাসে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করা হয়েছে।

৩। ৫১৫০জন শিক্ষার্থীদের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ১ বার স্কুল ড্রেস ও উক্ত অর্থ বছরে ৩৬টি খাতা ও ড্রয়িং খাতা প্রদান করা হয়েছে।

৪। উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা ১২টি আয়োজন করা হয়েছে ।

৫। ২১০টি শিখনকেন্দ্রে CMC কমিটির ৪২০টি মিটিং আয়োজন করা হয়েছে।

৬। ৪২০টি কমিউনিটি/অভিভাবক সমাবেশ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ।

৭। বিবেচ্য সময়ে ০২বার IVA সম্পন্ন হয়েছে।

গত ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪ ইং তারিখে মধ্যে মোট ৪,৭১৩জন শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণীর অর্থবার্ষিকি পরিক্ষা শেষ করে ৫ম শ্রেণীতে মূল ধারার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সমূহে সফলভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

❖ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম ঃ

“বাদ যাবে না কেউ, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা”—এই স্লোগানকে সামনে রেখেই প্রকল্পটি মেহেরপুর জেলায় বাস্তবায়ীত হচ্ছে। শিক্ষায় বিনিয়োগকারী দেশগুলোই প্রকৃত উন্নতি লাভ করে। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সন্তোষজনক হলেও, শিক্ষার মানহীনতা এবং ঝরে পড়ার হার এখনও উদ্বেগের কারণ।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে, মেহেরপুর জেলায় মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (MUK) ২০১৯ সাল থেকে গণস্বাক্ষরতা অভিযান-এর সহায়তায় সদর উপজেলার আমঝুপি, বারাদী ও আমদহ ইউনিয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

MUK প্রতিটি গ্রামে "এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ" তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রকল্পের আওতায় এসএমসি, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি, পিটিএ কমিটি-গুলোকে নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এর

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: কমিটির দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নিয়মিত অভিভাবক সভা, ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে সমন্বয় সভা, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ, ছাত্র পরিষদ গঠন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভা, শিক্ষা মেলা, প্রদর্শনী এবং শিক্ষা প্রশাসনের সাথে অ্যাডভোকেসি।

সিইউডিজি সদস্যদের অনুপ্রেরণায়, স্কুলগুলোর আঙিনায় ফুলের বাগান তৈরি, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, নিয়মিত কমিটির সভা এবং সময়োপযোগী ক্লাস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে উন্নত হয়েছে। স্কুল পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে, এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষার মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে শিক্ষার মান উন্নয়নে যে সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তার ফলস্বরূপ এই ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো স্পষ্টত দৃশ্যমান।তার কর্মএলাকা উপকারভোগী তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ইউনিয়ন এর সংখ্যা	বিদ্যালয় এর সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	ছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষক /অভিভাবক	মোট
৪ টি	৪১ টি	৬৭৯৮ জন	৭৩৩৬ জন	২৮৭৮ জন	১২৮৭৯ জন

❖ দলিত আদিবাসি ও সংখ্যালঘু জনগোষ্টির সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প ঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (MUK) মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায় চলমান অর্থবছরে, জানুয়ারি ২০২৪ থেকে তাইওয়ান ফাউন্ডেশন ফর ডেমোক্রেসি (Taiwan Foundation for Democracy)-এর অর্থায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের আওতায় আমঝুপি ও আমদহ ইউনিয়নে সফলভাবে দুটি অ্যাডভোকেসি ফোরাম গঠন করা হয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এই ফোরামগুলো স্থানীয় পর্যায়ে অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। এছাড়াও, দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণার অংশ হিসেবে ৫০০টি পোস্টার ডিজাইন ও প্রিন্ট করা হয়েছে। মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আদিবাসী দিবসও যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে, যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

এই সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার সহ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে। বিশেষ করে, সরকারি সেবা খাতগুলিতে দলিত ও আদিবাসীদের জন্য সুফল নিশ্চিত করতে ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক হলো, আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা স্কুলমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটি শিক্ষার প্রসারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল পথ উন্মোচন করছে। পাশাপাশি, নতুন করে দলিত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমও শুরু করা হচ্ছে, যা তাদের অধিকার সুরক্ষায় আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে। আমরা আশাবাদী যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে দাতা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে এই প্রকল্প থেকে আরও দৃশ্যমান ও টেকসই ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হবে।

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	সেবার ধরণ	সেবার সংখ্যা
১	এ্যাডভোকেসী ফোরাম গঠন ও প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ ও কমিটি গঠন	৪৮জন
২	আদিবাসী দিবস উৎযাপন করা	দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে সচেতন করা	১৫৫জন
৩	৫০০টি পোস্টার তৈরী ও বিতরণ করা	সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা	২৬,৮৪০জন
৪	এ্যাডভোকেসী মিটিং করা	দেশের আইনী অধিকার বিষয়ে সচেতন করা	১৪৫জন

❖ চাইল্ড এন্ড ওম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেসি (সমৃদ্ধ) ঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (MUK) দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে শিশু ও নারীর অধিকার সুরক্ষায় নিবেদিতভাবে কাজ করে আসছে। এই আদর্শিক অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই বর্তমানে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় জেএনএনপিএফ (JNNPF)-এর মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং নারী ও শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় একটি জেলা ও তিনটি উপজেলায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ফোরাম নামে শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই ফোরামগুলো স্থানীয় পর্যায়ে পারিবারিক সহিংসতা মোকাবিলায় নিবিড়ভাবে কাজ করছে। চারটি কমিটির মাধ্যমে সরকারি পুলিশ প্রশাসনের সাথে নিয়মিত অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়েছে, যার ফলে নারী ও শিশুদের জন্য সরকারি সেবার সহজলভ্যতা ও দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত হচ্ছে।

এই উদ্যোগের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুদের "মিনি অ্যাডভোকেট" হিসেবে গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সমাজে অন্যদেরও সচেতন করতে উৎসাহিত হচ্ছে। এছাড়াও, ২০টি গ্রুপের মাধ্যমে ৩৮০ জন নারীকে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে তাদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং নিজেদের বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা তাদের ক্ষমতায়নে সরাসরি অবদান রাখছে।

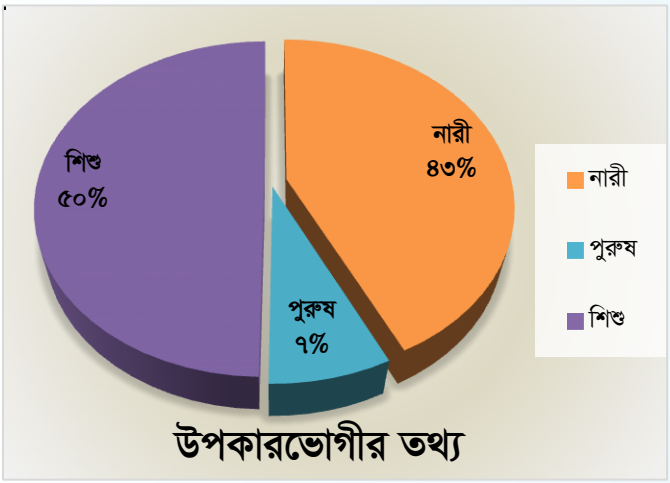

গত অর্থ বছরে এই প্রকল্পের অধীনে ৬টি জিও-এনজিও সমন্বয় সভা এবং ১২টি মহিলা সমাবেশ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি, ০৬টি আঞ্চলিক শিশু ফোরাম এবং মহিলা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে, যা তৃণমূল পর্যায়ে নারী ও শিশুদের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। স্কুল সভা, উঠান সভা, এবং আইনি সহায়তা ও মেডিয়েশন সার্ভিসের মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়াও, বাল্যবিবাহ বন্ধ, নারী ও শিশু যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা ও সচেতনতা সভা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই সমন্বিত কার্যক্রমগুলো সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। নিচে গত ১ বছরে কার্যক্রমের তথ্য ও সেবা গ্রহণকারীর তথ্য দেওয়া হলো।

নিম্নে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কিছু সংখ্যাক তথ্য দেওয়া হলো ঃ-

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	সেবার ধরণ	সেবার সংখ্যা	সেবা গ্রহণকারী		
				নারী	পুরুষ	শিশু
১	উপজেলা নারী নির্যাতন	মাসিক আলোচনা সভা	১০	১৮৫	৬৫	০
২	শিশু ও নারীদের ভয়েজ রেইজিং এর জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা	ট্রেনিং, কর্মশালা	১	৩০	০	৫
৩	শিশু ও মায়েদের নিয়ে সভা	কমিটি গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন সভা ও আইনী ম্যাসেজ প্রদান করা	১৪	২৪০	০	২৫০
৪	উঠান বৈঠক ও পারিবারিক কাউন্সিলিং বৈঠক - ৯০টি	নারী ও পুরুষ বৈঠক	৪০	৪০২	১৬৫	১৬০
৫	বিদ্যালয় সভা- ১০টি	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর দের নিয়ে	১০	০	০	২২৫০
৬	সালিস পরিচালনা- ১৫৭০টি	পারিবারিক বিরোধের মীমাংসা করা	৮৫০	১৫৩৫	২০০	১১৫
		সর্বমোট	৯২৫	২৩৯২	৪৩০	২৭৮০

❖ প্রবীণ ও প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির বসত বাড়িতে ছাগল পালনের মাধ্যমে আর্থিক পূর্ণবাসন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় ২০০৭ সাল থেকে এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় এবং বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মেহেরপুর জেলায় অবহেলিত বয়স্ক নারী ও পুরুষদের জীবনমান উন্নয়নে এটি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় আমরা প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছি, যার মাধ্যমে তাদের শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নারীদের ছাগল প্রদান কার্যক্রমও সফলভাবে চলমান ছিল, যা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে এবং নারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই উদ্যোগগুলো তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রেখেছে। সুবিধাবঞ্চিত বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়মিত ফলোআপ কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়, যা তাদের মানসিক সুস্থতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং একাকীত্ব দূরীকরণে অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১৩টি পরিবারে ২টি করে ছাগী প্রদান করা হয়েছে, যা তাদের জীবিকা নির্বাহে একটি টেকসই উপায় হিসেবে কাজ করছে। এই সকল কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রভাবে ৭৫ জন সদস্য নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে মানবিক মর্যাদা এবং উন্নত জীবন উপভোগ করছেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের সংখ্যাভিত্তিক তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো (যদিও সংখ্যাভিত্তিক তথ্য এখানে দেওয়া হয়নি, এটি একটি প্লেসহোল্ডার হিসেবে কাজ করবে)। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অর্জিত এই সাফল্য আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং আমরা এই ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের সংখ্যামুলক তথ্য নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	সেবার ধরণ	সেবা গ্রহণকারী		মোট সেবা গ্রহণকারী
			নারী	পুরুষ	
১	বয়স্কদের ৩টি কমিটি গঠনও প্রবীণ ক্লাব তৈরী	ক্লাব ও কমিটির মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ ও সেবা প্রদান	১৫	৬৫	৮০ জন
২	ছাগল প্রদান ও চিকিৎসা সহায়তা	নারী ছাগল প্রদান	১২	০৪	১৬ জন
৩	কাউন্সিলিং/থেরাপী	পৃথকভাবে সাইকো সোস্যাল কাউন্সিলিং করা	৩৬	৪৪	৮০ জন
৪	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	ডাক্তার দেখিয়ে ব্যাবস্থা পত্র সহ ঔষধ বিতরণ	৮৫	৭৫	১৬০ জন
৫	আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এ ছাগল প্রদান	বসত বাড়ীতে ছাগল বিতরণ করা	১৬	০	১৬ জন
		সর্বমোট	১৬৪	১৮৮	৩৫২ জন

❖ প্রাইমারী মউক হেলথ কেয়ার এন্ড নিউট্রিশন প্রজেক্ট ঃ

২০১৫ সাল থেকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (MUK) অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দওয়ার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম শুরু করেছে। আইডিএইচসি (IDHC) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং ব্যথানাশক ঔষধ বিতরণ করা হয়।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য MUK নিজস্ব উদ্যোগে এবং সরকারি অর্থায়নে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এনেছে। এই প্রোগ্রামটি সকল স্তরের মানুষের কাছে ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তা অর্জন

করায়, প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বজায় রাখার জন্য ০২ জন ফিজিওথেরাপিস্ট, ০১ জন সহকারী কাউন্সেলিং এবং ০১ জন সহকারী চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করেছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর পাশাপাশি কনসার্ন ওয়ার্ল্ড (Concern Worldwide) এবং বিএনএফ (BNF)-এর সহযোগিতায় স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৪৩ জন চিহ্নিত রোগীদেরকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৫% রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন, যা এই কর্মসূচির সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একই সাথে, শিশু পুষ্টি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবা	সেবা গ্রহনকারী			মোট সেবা গ্রহণকারী
			নারী	পুরুষ	শিশু	
১	চিকিৎসা সেবা প্রদান	ব্যাবস্থাপত্র এবং ঔষধ বিতরণ	১২০০	৮২০	০	২০২০
২	স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠি বিষয়ক সচেতনতা	সচেতনা বৃদ্ধি	৪৭৫	২৭৫	১২৭৫	২০২৫
৩	মেডিক্যাল ক্যম্প বাস্তবায়ন	চেক আপ ও ব্যাবস্থাপত্র প্রদান	৩৫০	২৭৫	১৫০	৭৭৫
৪	শিশুদের পুষ্টি বিষয়ে উঠান বৈঠক ও স্কুল ক্যাম্পেইন	ছোট দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পুষ্টি প্যাকেজ বিতরণ	৪৭৫	২৩৭	৭৮৫	১৪৯৭
		সর্বমোট	**২৫০০**	**১৬০৭**	**২২১০**	**৬৩১৭**

❖ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে আই সি এস/ ইকো ফ্রেন্ডলী ইমপ্রুভ কুক ও ওভেন ইনস্টলেশন কর্মসূচীঃ

বাংলাদেশে, জনসংখ্যার বেশিরভাগই রান্না এবং খাবার গরম করার জন্য কাঠের উপর নির্ভর করে। পরিবারের রান্নার চাহিদা মেটাতে প্রায় ৯৪ % শক্তি কাঠ উৎস থেকে আসে। বাংলাদেশ জৈব জ্বালানীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও ইতোপূর্বে এই জৈব জ্বালানী ব্যবহার ফলে ঘরের অভ্যন্তরে যে বায়ুদূষণ হয় তা রোধে তেমন কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। স্বাস্থ্যে ঝুঁকি ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলাতে অত্র প্রতিষ্ঠান বিষয়টি বিবেচনায় ইডকল ও ওয়াল্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় মউক গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য অভ্যন্তরীণ উন্নত রান্নার চুলা এবং কাঠের জ্বালানী সাশ্রয় এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৃহস্থালী রান্নার কাজর সাথে জড়িত স্বাস্থ্য এবং জ্বালানী উভয় সমস্যার সমাধানের স্বার্থে, মউক যে উন্নত কুক স্টোভ ঐতিহ্যবাহী চুলাগুলির তুলনায় ৭০-৮০% জ্বালানী কাঠ/লাকড়ি বাঁচাতে পারে এবং রান্নাঘর ধোঁয়া মুক্ত রাখতে পারে, তা পরিলক্ষিত হয়েছে। গত ২৪-২৫ অর্থবছরে মউক ৮,২৫০টির বেশি সংখ্যক উন্নত কুক স্টোভ ইনস্টল করেছেন।

মউক এর মেহেরপুর জেলার ০৩ টি উপজেলায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলার গ্রামীণ পরিবারগুলি হস্তনির্মিত ঐতিহ্যবাহী মাটির চুলা ব্যবহার করছেন এবং তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ সহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিতে থাকেন। আইসিএস প্রকল্পগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে অযথা বৃক্ষ নিধন বন্ধ সহ গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে আসছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে ৮,৫০০টি উন্নত চুলা উৎপাদন করা হয়।

সাধারণত, যেসব শহরে বা গ্রামীণ এলাকায় রান্নাঘরে বাতাস চলাচল ব্যবস্থা ভালো নয় তারা এই চুলার প্রতি বেশি আগ্রহী।

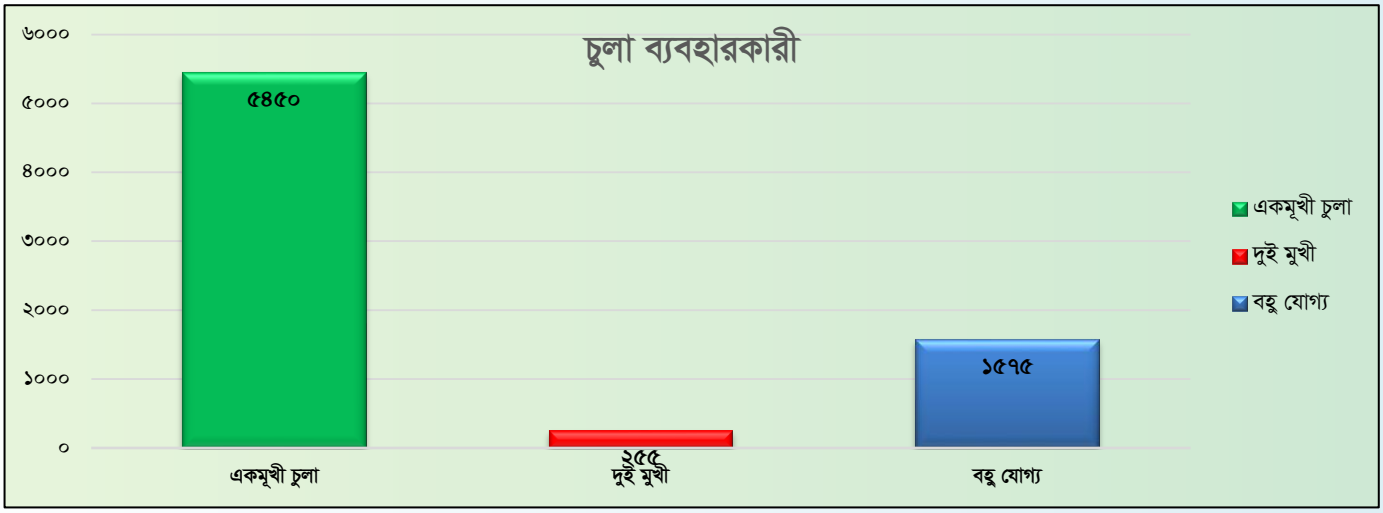

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবা	চুলার ধরণ			মোট সেবা গ্রহণকারী
			একমুখী	দুই মুখী	বহন যোগ্য	
১	উন্নত চুলা বিতরণ	চুলা সরবরাহ ও স্থাপন	৫,৪৫০টি	৭১৫টি	১৫৭৫টি	৮২৫০ জন
২	উঠান বৈঠক	পরিবেশ বান্ধব চুলা বিষয়ে উদবুদ্ধকরণ	-	-	-	১৩৪৪২ জন
৩	মাইকিং এবং রাস্তায় প্রচারণা করা	সাধারণ জনগোষ্ঠির নিকট প্রচারনা করা	-	-	-	২৫৭৮৪ জন

❖ ইনক্লুসিভ এডুকেশন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ দি পার্সন ডিজ-অ্যাবিলিটিসঃ

সূচনালগ্ন থেকেই মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (MUK) প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের পাশে আছে, আর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরেও আমরা আমাদের এই অঙ্গীকারে অটল ছিলাম। সিডব্লিউডি (CWD) এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় MUK এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সফলভাবে চালিয়ে গেছে। এই বছর আমরা ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছি, যাতে তারা মূলধারার শিক্ষায় সহজে যুক্ত হতে পারে। এছাড়াও, ১৫০ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এনেছি। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে পরিবার ও সমাজে তাদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করেছি। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে এবং পরিবারগুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করতে, আমরা সরকারি ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তাদের ভর্তির জন্য নিয়মিত অ্যাডভোকেসি সভা করেছি, যা তাদের শিক্ষার পথকে আরও সুগম করেছে। ১৫টি কমিউনিটি সভা এবং ১৫টি স্কুল সেমিনারের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করেছি, যা সমাজে এই বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ যেমন: হুইল চেয়ার, স্ট্রেচার, সাদা ছড়ি, ক্রেস্ট ইত্যাদি সরবরাহ করেছি। এসব উপকরণ তাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করেছে এবং চলাচলে সাহায্য করেছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিবন্ধী

ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মর্যাদাপূর্ণ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছি, নিম্নে তার সংখ্যমূলক তথ্য দেওয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবার ধরণ	সেবা গ্রহণকারী		মোট সেবা গ্রহণকারী
			নারী	পুরুষ	
১	পিআরটি এবং ফিজিওথেরাপী	শারীরিক ব্যায়াম	২৫	২০	৪৫
২	প্রশিক্ষণ ও পূর্ণ সহায়তা দিয়ে পূর্ণবাসন করা	প্রশিক্ষণ ও ঋণ	৯৫	৫৫	১৪০
৩	সহায়ক উপকরণ বিতরণ	চশমা, হুইল চেয়ার এবং ক্রাচ বিতরণ	৩০	১৫	৪৫
৪	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	ভ্রাম্যমান ক্যাম্প	১২৫	১০০	২২৫
৫	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সহ শিক্ষায় সম্পৃক্ত করণ ।	প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র অন্তরভুক্তি করণ	৩৫	৩৫	৭০
		সর্বমোট	৩১০	২২৫	৪৮৪

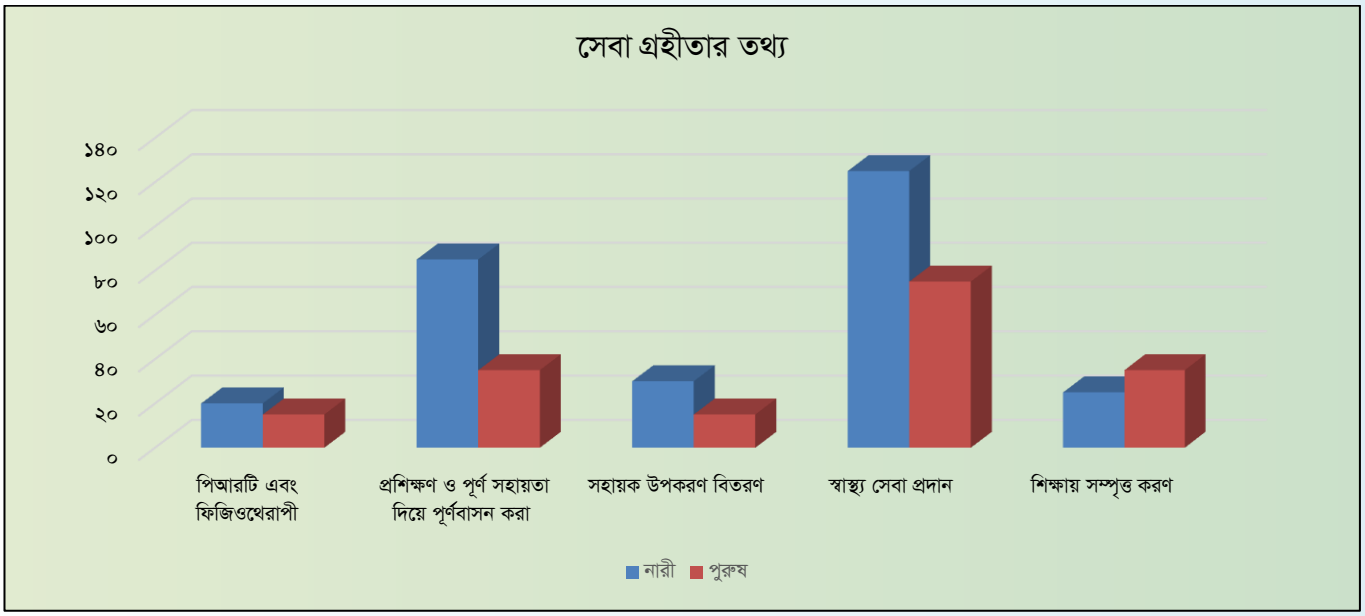

❖ মউক টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কার্যক্রম ঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে, আমাদের প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর অঞ্চলে যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করেছে। এই কর্মসূচির আওতায়, প্রথমত ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তিনটি ভিন্ন ব্যাচে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডে (যেমন: কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস, বিউটিফিকেশন, টেইলারিং ইত্যাদি) নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণগুলো তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়তা করেছে।

এছাড়াও, সংস্থার অন্যান্য চলমান প্রকল্পের মাধ্যমেও ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে এলাকার শ্রমশক্তির মান উন্নয়নে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের একটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে, শর্টকোর্স হিসেবে তিনটি নতুন ট্রেডের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যা তরুণদের জন্য আরও কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করেছে। বর্তমানে আরও তিনটি ট্রেডের প্রশিক্ষণের ব্যাপক চাহিদা থাকায়, সেই কোর্সগুলো দ্রুত শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক বেকার যুবককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনবে।

বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে, তিনটি ট্রেডের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হলেও, প্রশিক্ষণার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। এই প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে তাদের নিয়োগের জন্য সক্রিয়ভাবে অ্যাডভোকেসি করবে। একই সাথে, প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ০৭ জনকে ঋণ সুবিধা দিয়ে উদ্যোক্তা তৈরি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করে নিজেদের স্বাবলম্বী করতে পারবে এবং অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে আশা করছি যে, এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যদি পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, তবে এই অঞ্চলের বেকার যুবকদের জীবনমান আরও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা সম্ভব হবে। এটি কেবল তাদের ব্যক্তিগত উন্নতিই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

❖ ভার্নারেবেল ওয়েম্যান বেনিফিট (VWB) ঃ

জীবিকা নির্বাহ, খাদ্য নিরাপত্তা, চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা থেকে নারীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগতায় VWB প্রোগ্রামটি দেশ ব্যাপী পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। অতি দরিদ্র নারী, প্রতিবন্ধী নারী, বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারী প্রকল্পের প্রাথমিক সেবাগ্রহনকারী। এই প্রকল্প থেকে সেবাগ্রহনকারী হিসাবে প্রত্যেকে দু'বছরের জন্য ৩০ কেজি চাউল/গম পাচ্ছে। মউক, মেহেরপুর জেলার ২টি উপজেলায় উপকারভোগীদের আয় বর্ধক কার্যক্রম ও মূলধন গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ সহ নানান সুযোগসুবিধা ব্যবস্থা করেছে। মউক এ সেক্টরের কাজের সাথে দীর্ঘ ১২বছর জড়িত থাকার কারণে, মেহেরপুর জেলায় ও সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশি, ঝিনাইদাহ, নওগাঁ উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে

গত২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ২৯৭০ জন সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সেবা প্রদান করছেন। একই বিভাগের আওতায় মউক-এর মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার ০১ টি উপজেলায় ও সিরাজগঞ্জ জেলার ০১ টি উপজেলায় এই ভিজিডি সকল কর্মসূচী সমুহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নে ০১ বছরের কার্যক্রম সমূহ উপস্থাপিত হইল।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবার ধরণ	সেবা গ্রহনকারী		মোট সেবা গ্রহনকারী
			নারী	পুরুষ	
১	আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ	বসতবাড়ীতে সবজী চাষ ও হাঁস-মুরগী ছাগল পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী রূপে তৈরী করার লক্ষ্যে দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষন	২৯৭০	-	২৯৭০
২	মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনী সহায়তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	২৯৭০	-	২৯৭০
৩	সঞ্চয় জমা	মাসিক সঞ্চয় জমা ও পুঁজি/মূলধন তৈরী করা	২৯৭০	-	২৯৭০
৪	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন	সুবিধা বঞ্চিতদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করণে প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	২৯৭০	-	২৯৭০

❖ বাংলাদেশের ভূমিহীন, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভূমিস্বত্ব এবং যৌথ কৃষিচর্চা প্রকল্প ঃ

এএলআরডি জার্মান মিজরিও এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রান্তিক ভূমিহীন নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং ভূমি আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের সচেতন করতে এবং ভূমিতে নারীর মালিকানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লিখিত প্রকল্পটি এএলআরডি এর কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমঝুপি ও পিরোজপুর ইউনিয়নে ১২টি সমবায় দল গঠন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩৫০জন নারীকে প্রশিক্ষণ ও যৌথ কৃষি উদ্যোগ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নারীদের আইজিএ প্রশিক্ষণের ফলে, নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এমনকি নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে নারীদের মুষ্টি চাল ও সঞ্চয় জমার মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ মূলধনের জন্য তারা নিজস্ব দৈনিক ও মাসিক মুষ্টিচাল সংগ্রহ করে সঞ্চয় তহবিল সংগ্রহ করেছে, দলগুলি নিজেরা যৌথ উদ্দেগে কৃষি কাজ করছেন এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। একই সাথে সরকারি ভূমি প্রাপ্তিতে সরকারের সাথে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন সহ সমন্বয় করছেন। নিম্নে গত ০১ বছরের কিছু কার্যক্রম উপস্থিতি করা হইল।

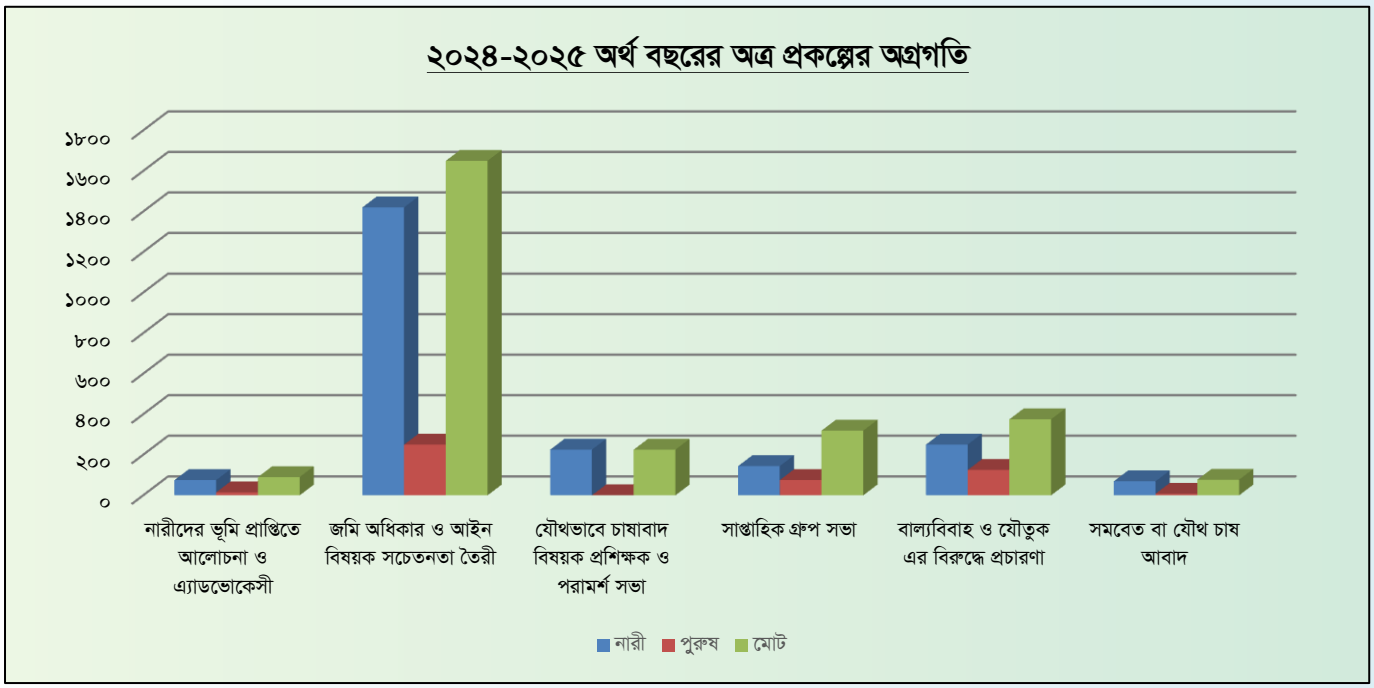

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অত্র প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপ ছকে বর্ণিত করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসূচী সংখ্যা	সেবার নাম	সেবার গ্রহণকারী		মোট সেবা গ্রহনকারী
				নারী	পুরুষ	
১	নারীদের ভূমি প্রাপ্তিতে আলোচনা ও এ্যাডভোকেসী	১৫	আবেদন এবং এ্যাডভোকেসী	৮৫	২৫	১০৫
২	জমি অধিকার ও আইন বিষয়ক সচেতনতা তৈরী	৫৫০টি	দলীয় সপ্তাহিক সভা ও কমিউনিটি মিটিং	১৪২০	৩৬০	১৭৫০

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসূচী সংখ্যা	সেবার নাম	সেবার গ্রহণকারী		মোট সেবা গ্রহনকারী
				নারী	পুরুষ	
৩	যৌথভাবে চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষক ও পরামর্শ সভা	০৫	কমিউনিটি বিল্ডিং এবং ওরিয়েন্টশন/ প্রশিক্ষন	২২৫	৩০	২৫৫
৪	সাপ্তাহিক গ্রুপ সভা	১১৫০টি	সদস্যদের ইস্যুভিত্তিক সচেতন	২৪৪	৭৫	৩১৯
৫	বাল্যবিবাহ ও যৌতুক এর বিরুদ্ধে প্রচারণা	১২টি	গ্রাম ভিত্তিক সভা এবং আইনী সহায়তা ও কাউন্সিলিং	২৫০	১২৫	৩৭৫
৬	সমবেত বা যৌথ চাষ আবাদ	৭টি	দল ভিত্তিক কৃষি কাজে সভা করা	৭০	১০	৮০
			সর্বমোট	২২৯৪	৬২৫	২৮৮৪

❖ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচী ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচীটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রম হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে অতি দরিদ্র নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিকাজের উপর ঋণদান করে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। ২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরে এই কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের আওতাধীন ৫৭টি গ্রামের মোট ২,১৪৪ জন সেবাগ্রহনকারী তাদের পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সহায়তা পাচ্ছেন, যেখানে আগে উপকারভোগীরা ব্যাক্তি/ মহাজন ও ব্যাংকের মাধ্যমে উচ্চ মাত্রার সুদে ঋণ নিতে হতো, এই প্রকল্পটি সংস্থার কর্ম এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভুমিকা রেখে চলেছে। মউকের ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমে ০৩টি ইউনিট অফিসের মাধ্যমে ৪,১০,০৮,০৬৫/- টাকা বর্তমানে ঋণস্থিতি রয়েছে। এলাকায় ব্যাপক ঋণ এর চাহিদা থাকায় এই কর্মসুচীর সম্প্রসারণ উদ্দ্যেশে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা সহ কর্মী প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ক্রম	সেবা প্রদানে ধরণ	প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় আদায়	দল এর সংখ্যা	পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা
১	ঋণ সহায়তা প্রদান	২,৩৮২জন	৪,৭৮,৩৯,০১২ জন	১৪২ জন	৬,০১৫ জন
২	সঞ্চয় এর আদায়	২,৯০৭ জন	৯১,৭৮,০১২ জন	১৯৭ জন	৩,১৬২ জন
৩	প্রশিক্ষন ও সাপ্তাহিক বৈঠক	১,৩৪৯ জন	২৭ জন	১২ জন	২,৩০৭ জন
	মোট	৬,৬৩৮ জন	৫,৭০,১৭,০৫১ জন	৩৫১ জন	১১,৪৮৪ জন

❖ তৃণমূল মডেল একাডেমী ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে ২০০৬ ইং সালে তৃণমূল মডেল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে ২০২৪-

২০২৫ অর্থবছরে তৃণমূল মডেল একাডেমীর মোট ২টি শাখায় প্রায় ৫১০ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত অধ্যয়ন করছে।

অত্র প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত শিক্ষানীতি ও আইনসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলে। বিশেষত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ২০১০ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন এর মূলনীতিকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ছাড়া, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল এবং ২০১৬-২০৩০ সময়কালের এসডিজি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৃণমূল মডেল একাডেমী সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

উল্লেখ্য, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ২০০৪ সাল থেকে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় শিক্ষা সম্পর্কিত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায়, মউক-এর প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় ২০০৬ সাল থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। তবে বর্তমানে মউক কর্তৃক প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

গত এক বছরে তৃণমূল মডেল একাডেমীর অবস্থান, শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং শিক্ষকদের বিস্তারিত তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো, যা প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং সক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

ক্রম	বিদ্যালয় এর নাম এবং ঠিকানা	ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যা	বয়স সীমা	শ্রেনীর নাম	শ্রেনীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	বিদ্যালয় এর ধরণ	উপস্থিতির হার	অবস্থান
১	তৃণমূল মডেল একাডেমী, আমঝুপি, মেহেরপুর ।	২২০	৬-১২	প্লে-৫ম	১৩	১৫	প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৫%	আমঝুপি ইউনিয়ন
২	তৃণমূল মডেল একাডেমী, বাড়াদী মেহেরপুর ।	১৫৫	৬-১২	প্লে-৫ম	১০	১৩	প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫%	বারাদী ইউনিয়ন
মোট		৩৭৫			১৩	২৫		৯২%	

মউক এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপনঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (MUK) একটি সুপরিচিত মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে, দেশীয় সংস্কৃতি ও আচার-ঐতিহ্যের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল। এই মূল্যবোধকে ধারণ করে, MUK নিয়মিতভাবে মানবাধিকার ভিত্তিক সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপন করে আসছে। গত অর্থ বছর অর্থাৎ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে MUK যে সকল গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করেছে, তার একটি বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি): মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে MUK প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২১শে ফেব্রুয়ারিতে দিবসটি উদযাপন করে।

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস (১৫ অক্টোবর): ১৫ই অক্টোবর গ্রামীণ মহিলাদের অবদান ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে দিবসটি বিশেষভাবে পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ): নারী অধিকার ও সমতার প্রতীক হিসেবে প্রতি বছর ৮ই মার্চ MUK এই দিবসটিযথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (১ ডিসেম্বর): বিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানাতে প্রতি বছর ১লা ডিসেম্বর এই দিবসটি পালন করা হয়।

পহেলা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল): বাঙালির আবহমান সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস (১০ ডিসেম্বর): প্রতি বছরের ন্যায় গত অর্থ বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করে।

পত্রিকায় পাতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চলমান কার্যক্রম সমূহ ও বাজেট ঃ

SL	Name of Donor	Project Title	Working Area	Project Duration	Budget
1	JNNPF and Action Aid Bangladesh	*Child and women rights advocacy Program*	*Meherpur, District*	From 03/01/2021to 30/12/2025	*35,70,800/-*
2	IDCOL-Dhaka/ USAID	*ICS/Eco-friendly Improved Cook Oven Installation*	*Meherpur District*	From 01/01/12 to 30/12/24	*1,57,00,000/-*
3	BNFE (Bureau of Non Formal Education)	*Out of School Children education Program*	*Meherpur District*	From 01/10/2020 to 30/06/2025	*13,51,28,500/-*
4	SAWAB Bangladesh & Naher USA	*Livelihood Food Security & WASH Project*	*Meherpur Sadar Uazilla*	From 20/07/2021to 19/06/2025	*1,75,27,000/-*
5	Bangladesh Women Affairs Bureau.	*Training Support for the Antenatal mothers and VWB card Holders*	*Meherpur Sadar Uazilla, Gangni*	From 17/07/2019 to 31/12/2025	*29,13,500/-*
6	Drink-well International & NGO Forum for Public Health	*WATSAN/Arsenic Mitigation Project*	*Meherpur Sadar Uazilla, Gangni*	From 01/07/2022 to 19/06/2025	*87,13,850/-*
7	ALRD-Dhaka/ German Misereor	*Marginalized indigenous women & Child rights &People's Cooperative Project*	*Meherpur Sadar*	From 09/01/2019 to 30/12/2024	*32,27,300/-*
8	Muk Sponsored and BRAC	*Micro Credit for socio-economic development program(Samriddho)*	*Meherpur Sadar*	Continuing from 1997	*3,85,48,250/-*
9	CAMPE and Muk Sponsored	*Formal Education; Trinonul Model Academy*	*Meherpur Sadar Uazilla*	Continuing from 2006	*25,68,230/-*
10	Ministry of Child Labor	Education and technical training Program, Dhaka	Dhaka, South City Corporation	From 15/02/2022 to 30/12/2025	*1,14,53,150/-*
11	**CAMPE** (Campaign for Populer Education)	"Education WATCH Program" under 'Education Out Loud Project'	*Amjhupi, Amdha & Baradi union*	From 01/01/2022 to 30/03/2023	*28,72,000/-*
12	**BNF (**Bangladesh NGO Foundation)	Home Gardening and Livestock Program for Marzinalised Haldar/Das & Dalits Community	*Meherpur Sadar Uazilla*	From 03/05/2021 to 30/04/2025	*19,50,000/-*
13	Muk Sponsored & Health and Family Planning	Health care Support for the Mother, Child Underprivileged Senior Citizen	*Meherpur Sadar Uazilla*	From 01/06/2022 to 30/10/2025	*5,45,000/-*
14	Tiwan Forundation For democrecy	'Human Right protection for the of Marginalized people including Dalit' project	*Meherpur Sadar Uazilla*	From 01/01/2023 to 01.01.2028	*7,50,000/-*

২০২৪-২০২৫ ইং পর্যন্ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নেটওয়ার্ক সদস্যদের তথ্য